তারিখ ... 18 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

প্রথম আলো

আন্দোলনকারীদের সমালোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

প্রয়োজনে বাইরের শিক্ষক আনা হবে : উপাচার্য

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

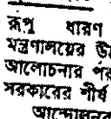

বুয়েট সংকট

উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আলোচনার দিনই শিক্ষকদের গণপদত্যাগের হুমকিতে বুয়েট সংকট নতুন রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত সোমবার আলোচনার পরপরই এমন ঘোষণায় সরকারের শীর্ষ মহল ক্ষুব্ধ হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল মঙ্গলবার বলেছেন, গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরাই (শিক্ষক সমিতি) সমস্যা সমাধানে বাধা সৃষ্টি করছেন। মনে হচ্ছে, তাঁরাই সমস্যার সমাধান চান না।

তবে আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা বলছেন, বর্তমান উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে রেখে কোনোভাবেই সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁরা আরও বলেন, গত সোমবার আলোচনা হলেও রোববার পর্যন্ত সময় দিয়ে তাঁরা গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন, ছয় দিন কি যথেষ্ট সময় নয়? সরকার তো দ্রুত সংকট নিরসন করার কথা বলেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

আন্দোলনকারীদের সমালোচনায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আপনারা পদত্যাগ না করলে শিক্ষকেরা গণপদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে কী হবে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বুয়েটের উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলাম গতকাল মঙ্গলবার বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কি বাইরের শিক্ষক দিয়ে চলে না? প্রয়োজনে বাইরে থেকে শিক্ষক আনা হবে।' তিনি বলেন, নিয়ম অনুযায়ী কোনো গণপদত্যাগ হয় না। এটি প্রতারণা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সরকারের নীতিনির্ধারক সূত্র জানায়, এই মুহূর্তে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে বিদায় করতে চায় না তারা। গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচনা শুরুর পরপরই কর্মসূচি ঘোষণার বিষয়টি ওই মহল ভালোভাবে নেয়নি। ওই সূত্রটির মতে, শিক্ষামন্ত্রী আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই গণপদত্যাগের সময় বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি নীতিনির্ধারক মহল ভালোভাবে নেয়নি।

গত সোমবার সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বুয়েটের বিষয়টি জানতে চান।

গতকাল দুপুর দুইটায় মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সমালোচনা করে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বুয়েটের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক, সাবেক উপাচার্য, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নেতাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সভা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে এগোচ্ছিলাম। আলোচনার বিষয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার ৪০ মিনিটের মধ্যে সভা করে বুয়েটের শিক্ষক সমিতি আগামী রোববার গণপদত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তাৎক্ষণিক এটা শুনে বিস্মিত হয়েছি।'

শিক্ষকদের এই গণপদত্যাগের কর্মসূচির ফলে সমাধানের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এ ধরনের কর্মসূচিতে মনে হচ্ছে তাঁরা সমাধান চান না। এই অবস্থায় আমরা কোন মুখ নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাব?' এই আন্দোলনের সঙ্গে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য বা অন্য কারও ইন্ধন থাকতে পারে বলেও মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

তাহলে কি আপনারা বুয়েটের সংকট সমাধানে আর কোনো উদ্যোগ নেবেন না—এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'আমরা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা সমাধানের পথেই এগোচ্ছি।'

এত আগে আন্দোলন শুরু হলেও এত দিন কেন উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, কেউ বললেই তো কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। আইন আছে, পদ্ধতি আছে।

বুয়েটের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে সমস্যার সমাধান চাইছি। আমরা উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের বিদায় চাই। আমাদের আন্দোলনে কোনোরকম সহিংসতা নেই। এমতাবস্থায় আমাদের মনে হয় শিক্ষামন্ত্রী কোনো ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ করেছেন।'

এদিকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির পরিবর্তে গতকাল বেলা ১১টা থেকে একটা পর্যন্ত বুয়েটের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আন্দোলনকারীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এ সময় শিক্ষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ আতাউর রহমান বলেন, 'উপাচার্যের সঙ্গে গত কয়েক মাসে কমপক্ষে ১১ বার আলোচনায় বসেছি। কিন্তু সমাধান আসেনি। তাই আর কোনো আলোচনা নয়। এখন উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের বিদায় ছাড়া কোনো পথ নেই।'

আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগের কিছু কর্মী তাঁদের নানাভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। বেশি সমস্যায় পড়ছেন হলে থাকা কনিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা। এ জন্য অনেকে ভয়ে হলে না থেকে বাড়ি চলে গেছেন।

গতকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যপন্থী শিক্ষকেরা সংবাদ সম্মেলন করে তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। ১১ জুলাই থেকে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ১৪ জুলাই হঠাৎ করেই কয়েকজন শিক্ষক ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী ও প্রশাসনপন্থী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বুয়েট শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের ব্যানারে কর্মসূচি শুরু করেছিলেন।

এ বিষয়ে প্রশাসন-সমর্থক বলে পরিচিত শিক্ষক মুনাজ্জ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।